প্রথম আলো

তারিখ ....2 1 MAY 2009

পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

কওমি শিক্ষার উন্নয়নে কমিশন গঠন নিয়ে অচলাবস্থা কাটছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

কওমি মাদ্রাসাশিক্ষার উন্নয়নে কমিশন গঠন নিয়ে সৃষ্ট অচলাবস্থা অবসানের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া (বেফাক) মাদ্রাসাশিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থে ছাড় দিয়ে হলেও কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ নিয়ে বেফাক চারটি আঞ্চলিক বোর্ডের সমন্বয়ে গঠিত সম্মিলিত কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেফাকের সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

এ বিষয়ে বেফাকের সহকারী মহাসচিব মুফতি মাহফুজুল হক প্রথম আলোকে বলেন, 'আমরা কিছু ছাড় দেব, তাঁরাও কিছু ছাড় দেবেন। আমরা চাচ্ছি কমিশন আগে হোক। তারপর বাকি বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে।' তিনি বলেন, দু-এক দিনের মধ্যে তাঁরা বসে বৈঠকের তারিখ ঠিক করবেন।

বেফাকের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে সম্মিলিত বোর্ড। সম্মিলিত বোর্ডের সহ-সাধারণ সম্পাদক মুফতি মিযানুর রহমান বলেন, বেফাক যুক্তিসংগত প্রস্তাব নিয়ে এগোলে তাঁরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কমিশন গঠন করতে পারবেন।

গত ১৮ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বেফাক ও সম্মিলিত বোর্ডের ৬২ জন আলেমের বৈঠকে কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি ও শিক্ষার উন্নয়নে কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। ওই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আলেমরা একটি কমিশন গঠন করে সরকারকে সুপারিশ দেবে এবং সেই সুপারিশের আলোকে সরকার কওমি সনদের স্বীকৃতিসহ আনুষঙ্গিক সিদ্ধান্ত নেবে। এরপর এক মাস পেরিয়ে গেলেও আলেমদের মধ্যে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মতবিরোধের কারণে কমিশন গঠন করা হয়নি।

সংস্থা দুটির নেতাদের সূত্রে জানা গেছে, তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ মূলত দুটি। প্রথমত, কমিশনে কোন সংস্থা থেকে কতজন প্রতিনিধি থাকবে। বেফাক নেতাদের দাবি, কেবল দাওরায়ে হাদিসের স্বীকৃতি দেওয়া হবে। সারা দেশে প্রায় ৪০০ দাওরায়ে হাদিস মাদ্রাসা রয়েছে। এর মধ্যে তিন শতাধিক মাদ্রাসা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেফাকের সঙ্গে জড়িত। অন্যদিকে সম্মিলিত বোর্ডের সঙ্গে রয়েছে অনূর্ধ্ব ৭০টি মাদ্রাসা। এ কারণে কমিশনে আনুপাতিক হারে বেফাকের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য থাকা উচিত।

কিন্তু সম্মিলিত বোর্ড চায়, কমিশনে তাঁদের সংস্থা ও বেফাক থেকে পাঁচজন করে সদস্য থাকবে। এ ছাড়া তৃতীয় পক্ষ হিসেবে মাওলানা ফরিদউদ্দিন মাসঊদ কমিশনের সদস্য হবেন। সম্মিলিত বোর্ডের মুফতি মীযান বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে শুধু দাওরায়ে হাদিসের সনদের স্বীকৃতি নিয়েই কথা হয়নি। পাঠ্যক্রমের উন্নয়নসহ নানা বিষয়ে কমিশন সুপারিশ করবে। কাজেই দাওরায়ে হাদিসের সনদের স্বীকৃতির কথা বলে কমিশনে বাড়তি সদস্য নিতে চাওয়ার কোনো যুক্তি নেই।

দ্বিতীয়ত, বেফাক চায় তাদের বোর্ডের মাধ্যমেই দাওরায়ে হাদিসের সনদের স্বীকৃতি দেওয়া হোক। এ ক্ষেত্রেও বিরোধিতা করছে সম্মিলিত বোর্ড। বোর্ড চায়, বেফাক বা সম্মিলিত বোর্ড নয়, এমন একটি সংস্থার মাধ্যমে এই স্বীকৃতি দেওয়া হোক, যাতে করে সব মাদ্রাসাই এর অধীনে আসে। শুধু বেফাকের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেওয়া হলে বেফাকের বাইরের মাদ্রাসাগুলো বঞ্চিত হবে।

এসব কারণেই এখনো কমিশন গঠন করা হয়নি। এ নিয়ে দুই সংস্থার সঙ্গে জড়িত একাধিক আলেম প্রথম আলোর কাছে বিরক্তি প্রকাশ করেন। গতকাল বসিরাগ চৌধুরীপাড়ার মসজিদে নূর-এ বেফাকের প্রতিনিধি সম্মেলনেও সারা দেশ থেকে আসা আলেমদের অনেকেই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধের সমালোচনা করেন বেফাকের নেতাদের সামনেই। মূলত এসব বক্তব্যের পরই বেফাকের নেতারা আগের অবস্থান থেকে সরে আসেন।

সূত্র জানায়, সম্মেলনের সভাপতি বেফাকের জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি মাওলানা আশরাফ আলী বলেন, প্রতিনিধিদের প্রস্তাব অনুযায়ী সম্ভাব্য ছাড়ের ভিত্তিতে কমিশন গঠনের পথ উন্মুক্ত করা হবে।

সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরপরই সম্মিলিত বোর্ড কমিশনে তাদের পাঁচজন প্রতিনিধির নাম ঠিক করে রেখেছে। এদিকে ৭ মে বেফাকের মজলিসে শূরার বৈঠকে কমিশন গঠনের আগে কওমি মাদ্রাসার আঞ্চলিক বোর্ডগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্বের সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৩ সদস্যের একটি উপকমিটি গঠিত হয়। সেদিনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই উপকমিটি ১৫ দিনের মধ্যে সব বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা শেষ করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে কমিশন গঠন করবে। কাল শুক্রবার এই সময়সীমা শেষ হচ্ছে।